

ভারতের আই.আই.টি কি ছাগল উৎপন্ন করে ?

মানুষ যত শিক্ষিত হয়, ভদ্রতা জ্ঞান ততো বৃদ্ধি পায় । কিন্তু কিছু মানুষ ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়েও নিজ ভদ্রতা জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেনি । জ্ঞান বৃদ্ধিহীনতার কারণে ঐ সকল মানুষ ছাগল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে আই.আই.টি এরকম কত ছাগল উৎপন্ন করেছে । পরিমাণটা যদি বেশী হয় তবে ভারতের কপালে দুঃখ আছে ।

ভোটের গণতন্ত্র নামধারি রাজনীতিতে মার্কিন মৌলবাদী খৃষ্টান ও ইহুদী এবং কর্পোরেট পুঁজির রক্ষণশীল অংশের প্রতিনিধিত্বকারী রিপাবলিকানরা অথবা ভারতের হিন্দুতবার প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাদী বিজেপি ভারতীয় পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে রাজনীতি করেছে, তা যে কোন স্কুল ছাত্রও বুঝতে পারে, কিন্তু ছাগলেরা বুঝতে পারে না । পুঁজির বিকাশের জন্য যেমন যুক্তির প্রয়োজন, তেমনি পুঁজি রক্ষার জন্য ধর্মের অপিয়াম খাইয়ে জনতাকে ঘুম পড়িয়ে রাখা প্রয়োজন । বিষয়টি ছাগলদের পক্ষে বুঝা মুশকিল । ছাগলের অভদ্রতামির কারণ বোধায় X জীন ।

আদিতে মানুষ অসভ্য ছিল । খাদ্যের সন্ধানে মানুষকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পরতে হয়েছে, ফলে পরিবেশের ভিন্নতার কারণে জীন বিকাশে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় । তাই বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষ ও সমাজের উদ্ভব ঘটে । সমাজ সমভাবে বিকাশিত না হওয়ার কারণে X জীনের পরিশোধনে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, ফলে মানুষ সভ্য হয়েছে, কিন্তু দু-চার জন অসভ্য থেকে গেছে । আলোচ্য ছাগলের X জীন পরিশোধিত না হওয়ায় এখনো সে অভদ্র রয়ে গেছে । **জীন থেকে মানব গোষ্ঠি** এবং **গোষ্ঠি থেকে সমাজ** উদ্ভাবন যথাক্রমে প্রকৃতি এবং সমাজ বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয়, তা ছাগলের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয় ।

প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থে বঙ্গদেশের মানুষকে নিষাদ ও স্লেচ্ছ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে । আর্য্যদের বঙ্গদেশে ভ্রমণে শরীর অপবিত্র হওয়ার উল্লেখ এবং অপবিত্র হলে গোবর জলে স্নান করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে । আলোচ্য নিষাদ ও স্লেচ্ছরাই বর্তমান বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় । মাটির কাজের সাথে যুক্ত তদকালীন বঙ্গের নিষাদ ও স্লেচ্ছরাই বর্তমান কালের পাল উপাধিধারি মানুষ । আর্য্য কর্তৃক বর্ণিত অসভ্য পূর্ব পুরুষদের অপরিশোধিত X জীন বহনকারী পাল উপাধিধারি কোন এক পালের ইন্টারনেটে আগমন ঘটেছে । অসভ্য X জীনের প্রভাবে তিনি অহরহই ইন্টারনেটে অভদ্রচিত আচরণ করে থাকেন এবং ভারতীয় আর্য্য ব্রাহ্মণ আলখেল্লা পরিধান করে বঙ্গ সন্তানদেরকে নছিত করে চলছেন । আলখেল্লার আবরণে ঢাকা অসভ্য পালকে যথাযথ ভদ্রতা শিক্ষা দেয়ার পূর্বেই ব্রাহ্মণের মেকি আলখেল্লায় আকৃষ্ট হয়ে জনাব কুদ্দুস খান তাকে ভিন্নমত ইন্টারনেট সংস্করণের সম্পাদক বানিয়ে দিলেন । বাংলায় একটি কথা আছে ‘কুত্তার বাচ্চাকে লাই দিলে মাথায় উঠে’ । অনুরূপ ভাবে নব্য মনোনীত সম্পাদক সাহেব আমাদের মাথায় উঠে অভদ্রচিত আচরণ করছেন । এমতাবস্থায় অভিজিৎ, নন্দিনী ও আমান উল্লাহর মতো প্রগতিশীল সম্পাদকের উপর দায়িত্ব বর্তায় আলোচ্য ছাগ শিশুকে প্রশিক্ষণ ও ভদ্রতা জ্ঞান দেয়া ।

